দৈনিক ইনকিলাব

প্রসঙ্গ ❑ ফতোয়া প্রদানের বৈধতা-৯

ত্রুটিপূর্ণ ও ভুল দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির জন্য মাদ্রাসা শিক্ষাকে দায়ী করা অন্যায়

একান্ত সাক্ষাৎকারে ছারছীনার পীর মাওঃ শাহ্ মুহাম্মদ মুহিব্বুল্লাহ

আহমদ সেলিম রেজা ॥ নওগাঁ জেলার একটি তালাকের ফতোয়ার উপর রায় দিতে গিয়ে ফতোয়া প্রদানের বৈধতাকে অস্বীকার করা হয়েছে। সম্প্রতি প্রদত্ত এই রায়ের পরতে পরতে উঠে এসেছে ইসলাম বিদ্বেষ ও কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী প্ররোচনা। এই রায়ে ফতোয়া প্রদানকে বলা হয়েছে 'শাস্তিযোগ্য'। ফতোয়া প্রদানকারীকে বলা হয়েছে 'ফতোয়াবাজ'। মাদ্রাসা শিক্ষাকে চিহ্নিত করা হয়েছে ত্রুটিপূর্ণ, ভুল দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী গোঁড়া নাগরিক নাগরিকদের নৈতিকতার সংজ্ঞা পুনঃ নির্ধারণের জন্যও আহবান জানানো হয়েছে। দৈনিক ইনকিলাবের পক্ষ থেকে এ প্রসঙ্গে 'ফতোয়া প্রদানের বৈধতা' শিরোনামে তুলে ধরা হচ্ছে এদেশের স্বনামধন্য আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ, ইসলামী চিন্তাবিদ ও ইসলামী আইন বিশারদদের ধারাবাহিক সাক্ষাৎকার। এ পর্যায়ে দৈনিক ইনকিলাবের সাক্ষাৎকার পর্বে মুখোমুখি হয়েছেন ছারছীনা শরীফের শ্রদ্ধেয় পীর প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মাওলানা

প্রসঙ্গ ❑ ফতোয়া প্রদানের বৈধতা-৯

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইনকিলাব : ইসলামী শরীয়তে ফতোয়ার গুরুত্ব কতটা অপরিহার্য বলে আপনি মনে করেন?

শাহ মুহাম্মদ মুহিব্বুল্লাহ : ফতোয়া ইসলামী আইনের অতিগুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য বিষয়। এটা শুধু ইসলামী শরীয়তের একটি পরিভাষা মাত্র নয়। কিংবা ফতোয়া কোন আলিম বা ব্যক্তির ব্যক্তিগত বা নিজস্ব মতামতও নয়। কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা-কিয়াসের ভিত্তিতে দার্শনিক শরীয়তি ফায়সালার নাম ফতোয়া। ইসলামে ফতোয়ার গুরুত্ব এতোটাই অপরিহার্য যে, পবিত্র কোরআনে আল্লাহপাক স্বয়ং ফতোয়া চাওয়া এবং ফতোয়া দেয়ার বিষয়ে সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে, 'ওয়া ইয়াস তাফতুনাকা ফিন্নিসা-ই, কুলিল্লাহ ইউফতিকুম ফি হিন্না... (আল আখের)।' অর্থাৎ "লোকে আপনার কাছে নারীদের বিষয়ে ফতোয়া চায়, আপনি বলুন (হে রাসূল), আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সম্বন্ধে ফতোয়া দিচ্ছেন। এবং ইয়াতিম নারীদের সম্পর্কে যাদের প্রাপ্য তোমরা প্রদান করো না। অথচ তোমরা তাদেরকে বিয়ে করতে আগ্রহী হও এবং অসহায় শিশুদের সম্বন্ধে ও ইয়াতিমদের সম্পর্কে, তোমাদের ন্যায়বিচার সম্পর্কে– যা কিতাবে তোমাদের শোনানো হয়, তা-ও পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়।" (১২৭ আয়াত সূরা নেসা)

এখানে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের ফতোয়া প্রদান করেছেন। কারণ নারী ও এতিম শিশুদের সম্পত্তির ভাগ দেয়ার নির্দেশ জারি হলে, অনেক নও মুসলমান বিব্রতবোধ করলেন। আগে আরবে নারী ও শিশুদের

এই বিধানকে শাস্তিযোগ্য করা কিংবা আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করার মধ্যে কোন ফারাক নেই। এ প্রসঙ্গে প্রিয়নবী (সাঃ) বলেছেন, 'লা তা' আতা লি মাখলুকিন ফি মাসিয়াতিল খালিক।' অর্থাৎ আল্লাহকে অমান্য করে বা স্রষ্টার বিরুদ্ধাচরণ করে সৃষ্টির আনুগত্য করা বৈধ নয় (আল হাদিস)। কোরআন ও হাদিসের এরূপ সুস্পষ্ট নির্দেশ যেখানে বিদ্যমান, সেখানে যে কোন অভিমত, যে কোন সিদ্ধান্ত বা রায় যদি আল্লাহ ও রাসূলের হুকুমের বিপরীত হয়, তা কোন মুসলমান মেনে নিতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দেশের কোন আইন যদি দেশের শাসনতন্ত্রের বিধি-বিধানের পরিপন্থী হয়; সে ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রের বিধানই কার্যকর হবে; তার সাথে সাংঘর্ষিক আইন বাতিল বলে গণ্য হবে।

অনুরূপভাবে কোন মানব রচিত বিধিবিধান যদি আল্লাহ রাসূলের বিধি-বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, সেক্ষেত্রে একজন মুমিন মুসলমানকে আল্লাহ-রাসূলের বিধিবিধানের ওপরই আমল করতে হবে। তাই এ ব্যাপারে কোন আইন পাস করার উদ্যোগ থেকে বিরত থাকার জন্য আমি সকলের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

ইনকিলাব : স্কুল-মাদ্রাসায় মুসলিম পারিবারিক আইন পাঠ্য করার এবং জুমার খুৎবায় তা আলোচনা করার সুপারিশকে আপনি সমর্থন করেন কি? না করলে কেন?

শাহ মুহাম্মদ মুহিব্বুল্লাহ : ইসলামী শরীয়ত তথা মুসলিম আইন মাদ্রাসার পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নতুন করে অন্তর্ভুক্তির কিছু নেই। তবে স্কুল-কলেজের

অভিযুক্ত করে রাষ্ট্রে একক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়েছে? এ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?

শাহ মুহাম্মদ মুহিব্বুল্লাহ : মাদ্রাসা শিক্ষা গ্রহণ করলে ত্রুটিপূর্ণ ভুল দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হয় বা গোঁড়া হয়ে যায়– এ কথাটি সঠিক নয়। আল্লাহ ও রাসূলের যে পথ ও মত আল্লাহ ও রাসূলের যে আদর্শ একমাত্র তাই সঠিক ও কল্যাণকর। এর অনুকরণ ও অনুসরণের মধ্যমেই কেবল দুনিয়ার শান্তি ও কল্যাণ এবং আখেরাতের মুক্তি ও সাফল্য নিশ্চিত হতে পারে। মাদ্রাসায় প্রধানত এই জীবনাদর্শের তথা কোরআন, হাদীস ও এতদসম্পৃক্ত বিষয়াবলীরই মৌলিক শিক্ষা দেয়া হয়। সুতরাং ত্রুটিপূর্ণ ও ভুল দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির জন্য এ শিক্ষাকে দায়ী করা অন্যায়। যারা এ ধরনের মন্তব্য করেন কোরআন-সুন্নাহ তথা ইসলামী আদর্শের আলোকে তাদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির ত্রুটিকেই সংশোধন করে নেয়া আবশ্যক। এছাড়া মাদ্রাসার স্বতন্ত্র শিক্ষাধারা বন্ধ করে কোরআন-সুন্নাহর মৌলিক জ্ঞান তথা ইসলামী আদর্শ বিবর্জিত একক ধারার শিক্ষা হবে জাতির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। মাদ্রাসা শিক্ষা ধারা প্রিয়নবী (সঃ)-এর জমানা থেকে এ পর্যন্ত সুদীর্ঘ দেড় হাজার বছরের ঐতিহ্য বহন করছে। ধর্মীয় চাহিদা পূরণ, নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন ও আদর্শিক চেতনাসমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা জারি রাখা অপরিহার্য। এর বিলুপ্তির ষড়যন্ত্র ধ্বংসাত্মক। এ ব্যাপারে অবশ্যই দেশের ইসলামী জনতাকে সতর্ক থাকতে হবে এবং সোচ্চার হতে হবে।

ইনকিলাব : আইনের অনুমোদন ছাড়া